বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, প্রশমন এবং অভিযোজন সংক্রান্ত অনেক গবেষণা, উদ্যোগ, প্রকল্প কার্যক্রম, পরীক্ষামূলক কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চর্চা এবং উদ্ভাবনগুলি হল:

- লবণাক্ততা সহনশীল এবং খরা প্রতিরোধী ফসলের জাত
- ভাসমান কৃষি
- সমাজভিত্তিক বনায়ন
- প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা
- সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প
- পরিবেশবান্ধব উন্নতমানের চুলা (বন্ধু চুলা)

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (ভূমি, পানি, বায়ু প্রভৃতি) সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন এবং একটি উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত হয়। রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে সফলতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন সম্ভব। ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

যোগাযোগঃ

জনাব মোঃ জিয়াউল হক

পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, রিও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

কারিগরি এবং অর্থায়নে সহায়ক সংস্থাঃ গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (GEF) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)

www.rio.doe.gov.bd facebook /rio.conventions.project youtube/channel/RioProject

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন একটি "রিও কনভেনশন"। কনভেনশনটি ১৯৯২ সনের ৯ মে তারিখে গৃহীত হয় এবং ধরিত্রী সম্মেলনকালীন সময়ে ১৯৯২ সনের ৩-১৪ জুন তারিখ পর্যন্ত স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। কনভেনশনটি কার্যকর হয় ১৯৯৪ সনের ২১ মার্চ তারিখে। উন্নত দেশের গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত আইনগত বাধ্যতামূলক কিউটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সনে এবং কার্যকরী হয় ২০০৫ সনে। ২০১৫ সনে অনুষ্ঠিত CoP-২১ এ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশনের আওতায় প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্যারিস চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি $২^{0}C$ এর মধ্যে রাখা এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি $১.৫^{0}C$-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জোর প্রচেষ্টা চালানো। ২০১৬ সনের ৪ নভেম্বর তারিখে প্যারিস চুক্তি কার্যকর হয়েছে। যে সমস্ত দেশ প্যারিস চুক্তি অনুস্বাক্ষর করেছে তাদের জন্য প্যারিস চুক্তির অনুশাসন প্রতিপালন করার ক্ষেত্র আইনগত বাধবাধকতা রয়েছে।

১৯৯০ সনে Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) তার প্রথম সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে। তখন হতেই জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। এই সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয় যে, মানবসৃষ্ট গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হেতু পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে এবং ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং এটি মানবজাতির জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। UNFCCC বা জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রীণ হাউস গ্যাসের ঘনত্ব বায়ুমন্ডলে এই পরিমাণে রাখা যাতে করে জলবায়ু পরিবর্তন বিপদজনক সীমা অতিক্রম করতে না পারে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন ১৯৯২ সনের ৯ জুন স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সনের ১৫ এপ্রিল এতে অনুসমর্থন করে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব, তিনটি রিও কনভেনশনের জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট বা সরকার মনোনীত ব্যক্তি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উষ্ণ ও শুষ্ক দিনের দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাইক্লোন, বন্যা, খরা ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলাফল হিসাবে উল্লেখযোগ্য উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সকল উন্নয়ন খাত সীমাহীন চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতার স্বীকার হচ্ছে।

বাংলাদেশের উদ্যোগ

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নীতিমালা সংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে; তার মধ্যে সংবিধানের ১৮ক ধারা সংযোজন অন্যতম। এছাড়াও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সেক্টর নীতিমালা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অন্যান্য উন্নয়ন এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত নীতিমালাসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছেঃ

- জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ (পরিবর্তন/পরিবর্ধিতকরণ চলছে)
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল (NSDS), ২০১০-২০২১
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০
- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দেশের বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP EFCC)
- জ্বালানী দক্ষতা ও সংরক্ষণ মাষ্টার প্লান, ২০১৫
- জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম (NAPA), ২০০৫ পরিবর্তিত/পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৯
- বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালা, ২০০৮
- জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল জাত উদ্ভাবন এবং কারিগরি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১০
- বাংলাদেশ UN-REDD জাতীয় কর্মসূচি, ২০১৬
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SREDA) আইন, ২০১২
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট আইন, ২০১০